দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 05 APR 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

খুঁড়িয়ে চলছে শিক্ষা পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর
পাঁচ বছরে ৬৫০০টি পরিদর্শন

॥ নিজামুল হক ॥

দেশে সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পরিদর্শনের আওতার বাইরে থেকে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারের কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে।

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর দেশের ৩০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের দায়িত্ব নিয়ে গত পাঁচ বছরে পরিদর্শন করেছে মাত্র সাড়ে ছয় হাজার প্রতিষ্ঠান। কাজের গতির এই হিসাব ধরলে বাকি প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শন করতে লাগবে আরো ২৫ বছর। এই দীর্ঘ সময়ে এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মকর্তারা পরিদর্শন ও তদন্তের বাইরে থেকেই অবসরে যাবেন। সরকারের এ প্রতিষ্ঠানটিকে এমপিওভুক্ত ও সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে তদন্ত করে সুপারিশসহ তার প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হয়। তাদের প্রতিবেদন ও সুপারিশের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তা শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদন না পাওয়ায় দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত গত পাঁচ বছরের প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০০২-০৩ অর্থবছরে ৬১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সরকারি তহবিল থেকে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক উত্তোলিত ১৬ কোটি ১৯ লাখ ৯৩ হাজার ৪৮১ টাকা, ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ৯৮৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩১ কোটি ৪১ লাখ ৩ হাজার ৮৩২ টাকা, ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ৯৩২টি প্রতিষ্ঠানের ৩০ কোটি ২২ লাখ ৭৫ হাজার ৪৩০ টাকা, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ১ হাজার ৮৮৩ কোটি ২৪ লাখ ২ হাজার ৯৩২ টাকা এবং ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে ২ হাজার ১৯২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫৭ কোটি ১৩ লাখ ৪৭ হাজার ৮১৬ টাকা ফেরত নেয়ার জন্য সুপারিশ করে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ৩০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তদন্তের জন্য পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরে রয়েছে মাত্র ৩৫ জন কর্মকর্তা। ১৯৮০ সালে অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠাকালীন দেশে সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল সাড়ে ৭ হাজার। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা চার গুণ বৃদ্ধি পেলেও অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধি পায়নি। অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তা জানান, এত স্বল্প জনবল দিয়ে ৩০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন সম্ভব নয়। অধিদপ্তরের কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও রয়েছে নানা অভিযোগ: তারা নিয়মিত পরিদর্শন করেন না। নিজেরাই অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন।

অধিদপ্তরে কয়েকজন কর্মকর্তা অফিসের আসবাবপত্র ক্রয়সহ নানা ক্ষেত্রে অনিয়মের সঙ্গে জড়িত। এমনও অভিযোগ রয়েছে: পরিদর্শন কর্মকর্তারা একটি সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বিদ্যালয় 'পরিদর্শন' করিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নিয়েছেন। অনেকেরই নামে-বেনামে ঢাকায় বাড়ি-গাড়ি রয়েছে। দীর্ঘদিনে অধিদপ্তরের কেউ কেউ কোটিপতিও বনে গেছেন। মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের কাজকর্ম নজরদারি করা হচ্ছে।

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের সম্প্রতি নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচালক অধ্যাপক মাহফুজা বেগম জানান, অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছি। তিনি বলেন, শুনেছি আগে কিছুটা সমস্যা ছিল। কর্মকর্তা ও কর্মচারিরা অনিয়মের সঙ্গে জড়িত ছিল। তবে এখন এ সমস্যা আর নেই। জনবল সংকট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জনবল সংকটের কারণে কাজ-কর্ম কিছুটা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তবে এসইএসডিপি প্রকল্প থেকে পূর্বে যে জনবল এ অধিদপ্তরে দেয়া হয়েছিল তাদের সুবিধা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, আমাদের দক্ষ জনবল রয়েছে। এদের মাধ্যমে দ্রুত পরিদর্শন শেষে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন জমা দিতে পারবো। তিনি বলেন, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরে সংস্কার হয়েছে।